**নিহত এবং অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ঘটনায় আহত সাংবাদিকদের মাঝে**

**অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা, রবিবার, ১৩ শ্রাবণ ১৪২০, ২৮ জুলাই ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ,

ভাতাপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও সাংবাদিকবৃন্দের পরিবারের সদস্যবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

            আসসালামু আলাইকুম।

সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান ২০১২ বিতরণ অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এ তহবিলের আওতায় এবার আমরা ১৫৮ জন সাংবাদিক এবং সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের মাঝে ১ কোটি টাকার সহায়তা ভাতা/অনুদানের চেক প্রদান করা হচ্ছে। গত বছর প্রথমবারের মত আমরা ৬১ জন সাংবাদিকের মাঝে ৫০ লাখ টাকার ভাতা প্রদান করি।

সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা হলেও আমাদের দেশের অধিকাংশ সাংবাদিকের চাকুরির স্থায়িত্বের কোন নিশ্চয়তা এখনও নেই। মালিকদের মর্জির উপর তাঁদের চাকুরি নির্ভরশীল। আবার চাকুরির ছাড়ার সময়ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা গ্রাচুইটি/পেনশন কোন কিছুই পান না। ফলে অনেকেই মাঝেমধ্যেই নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়েন।

এসব সাংবাদিক ভাইবোন কিংবা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের আগে বিচ্ছিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা হত। এসব দিক বিবেচনা করে আমি এবার দায়িত্ব নেওয়ার পর সাংবাদিক সহায়তা তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেই। গত বছর এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় এবং আমরা ৫০ লাখ টাকা দেই। এবার তা বাড়িয়ে ১ কোটি করা হয়েছে। এই নীতিমালা ও তহবিল গঠনের মাধ্যমে সাংবাদিক সমাজের দীর্ঘদিনের একটি দাবী পূরণ হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে সুসংহত করা, স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে।

আমাদের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক, বাকস্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা স্বাধীন গণমাধ্যম এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করেছি। বাংলাদেশের গণমাধ্যম আজ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে।

গণমাধ্যমের এই স্বাধীনতা যেন অটুট থাকে এবং ধারাবাহিকতা বজায় থাকে সে লক্ষ্যে আমাদের সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাশ করা হয়েছে। প্রশাসনের বিভিন্নস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য গঠন করা হয়েছে তথ্য কমিশন।

সুধিমন্ডলী,

আপনারা জানেন, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রযুক্তি বিকাশের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে প্রিণ্ট মিডিয়ার পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার দ্রুত বিস্তার ঘটছে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য গত মেয়াদে আমরা বেসরকারি খাতে প্রথম টিভি চ্যানেল পরিচালনার অনুমতি দেই। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা এবার আরও ১৫টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের অনুমতি দিয়েছি। যার অধিকাংশ ইতোমধ্যেই সম্প্রচার শুরু করেছে।

এছাড়া আরও ৭টি এফ.এম রেডিও'র অনুমতি দিয়েছি। সারাদেশে ১৬টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশনের অনুমতিও আমরা প্রদান করেছি। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে কমিউনিটি রেডিও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

১৪টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন ইতোমধ্যে তাদের প্রচার কার্যক্রম শুরু করেছে। অবশিষ্ট দু'টির সম্প্রচার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে বিদেশী টিভি চ্যানেলগুলো থেকে প্রচারিত সংবাদ, আলোচনা অনুষ্ঠান বাধাহীনভাবে আমাদের দেশে প্রচারিত হচ্ছে।

প্রিণ্ট মিডিয়ারও ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি ঘটছে। বর্তমানে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিকসহ অন্যান্য ম্যাগাজিনের সংখ্যা ৪২৫টি। এরমধ্যে দৈনিকের সংখ্যা ৩১৫টি। আমাদের উন্মুক্ত ও উদার নীতির ফলে গণমাধ্যমের এই ব্যাপক বিস্তারলাভ সম্ভব হয়েছে।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলার ক্ষেত্রে গ্রেফতারি পরোয়ানার পরিবর্তে সমন জারির বিধান করে ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন করা হয়েছে। সাংবাদিকবৃন্দ যাতে হয়রানির শিকার না হন সে লক্ষ্যেই এ সংশোধনী আনা হয়েছে।

সাংবাদিক বন্ধুরা,

আমাদের দেশের গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করছে। তবে এ কথা আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, স্বাধীনতার সাথে দায়িত্বশীলতা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বাক স্বাধীনতার নামে অন্যায়ভাবে অন্যের চরিত্রহরণ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ পরিবেশন, গোষ্ঠী স্বার্থে অসত্য প্রচারণা সুস্থ স্বাধীন সাংবাদিকতা ও গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে বস্ত্তনিষ্ঠতা, ন্যায় নীতির অনুশীলন, দেশের স্বার্থ রক্ষা অপরিহার্য। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ প্রচার সামগ্রিক গণতান্ত্রিক পরিবেশকে বিঘ্নিত করে এবং অগণতান্ত্রিক কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের জন্য অন্যায় সুযোগের পথ করে দেয়। এ প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতার বিকল্প নেই।

পশ্চিমা বিশ্বের গণমাধ্যমের স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণ, দেশপ্রেম এবং দায়িত্বশীলতা ও আচরণ বিধির কঠোর অনুশীলন করে থাকে। আমাদের দেশের গণমাধ্যমও পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ভোগ করার পাশাপাশি তাদের নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন হবে বলে আমরা আশা করি।

আপনাদের মনে রাখতে হবে, একটা ভুল বা মিথ্যা সংবাদ একজন ব্যক্তি, পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসতে পারে।

অনেক সময় সংশোধনী দেওয়া হলেও তা কিন্তু সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সুনাম ফিরিয়ে দিতে পারে না।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আমাদের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অপশক্তি দ্বারা বার বার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এ অপশক্তির বিরুদ্ধে এবং পুরোপুরি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে আমাদের সাংবাদিক সমাজ নিরলস সংগ্রাম চালিয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধেও তাঁরা রেখেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই সাংবাদিকদের কল্যাণে আমরা সবসময়ই কাজ করেছি।

সাংবাদিকদের যথাযথ বেতনভাতা নিশ্চিত করার জন্য সংবাদপত্র শিল্পের সাথে জড়িতদের বেতনস্কেল সুপারিশ করার লক্ষ্যে আমরা ৮ম মজুরি বোর্ড গঠন করি। এই মজুরি বোর্ড ইতোমধ্যে সুপারিশ আকারে রোয়েদাদ দাখিল করেছে। আশা করা যায়, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ৮ম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড রোয়েদাদ চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে। সাংবাদিক সমাজের দাবী পুরণে আমরা সফল হব।

বাংলাদেশকে একটি আধুনিক অগ্রসরমান রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বদরবারে আমরা পরিচিত করতে চাই। আমরা চাই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর করতে। এরই আলোকে জাতির কাছে ২০২১ রূপকল্প আমরা দিয়েছিলাম। এ রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য আমরা নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছি।

এই রূপকল্প বাস্তবায়নে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাংবাদিক সমাজের সর্বাত্মক সহায়তা আমরা সবসময়ই প্রত্যাশা করি।

আপনারা জানেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত এক সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের সবার সহযোগিতায় আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সমর্থ হব। আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।